যায়যায়দিন

তারিখ ... 29 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর

কলঙ্কমুক্ত হয়ে স্বস্তিতে বাংলাদেশ

দীর্ঘ ৩৪ বছর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে জাতি স্বস্তি এবং শান্তি পেল। জাতির দায়মুক্তিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্মান জানাই আমরা। অভিনন্দিত করছি মহাজোট সরকারকে, যাদের নেতৃত্বে বাঙালি জাতির ইতিহাস থেকে একটি অন্ধকার অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

১৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয়। সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের পর রিভিউ পিটিশনসহ আইনগত সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বুধবার মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয় বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনিকে। এ সংবাদ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লে দেশের মানুষ কলঙ্কমুক্তির আনন্দে আনন্দিত হয়ে ওঠে। যে আনন্দ পুরো জাতির। তবে আদালতের রায়ে পাঁচজনের ফাঁসি কার্যকর হলেও ইতিপূর্বে মারা যাওয়া একজন ছাড়া বাকি রয়েছে আরো ছয়জন। পলাতক বাকি ছয়জনকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝোলানোর জন্য সরকারকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। এ জন্য ইন্টারপোলসহ আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সহায়তা নিতে হবে।

পঁচাত্তরের সেই রাতে ঘাতকচক্র জাতির জনক এবং তার পরিবারবর্গকে হত্যা করে শুধু কিছু মানুষকে খুন করেনি। তারা খুন করেছে পুরো জাতিকে। খুনিচক্রের বুলেটের আঘাতে হারিয়ে গেছে পুরো জাতির আত্মপরিচয়। যে জাতি ৩০ লাখ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল খুনিরা সেই জাতির প্রাণপুরুষকে হত্যা করে দেশের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। তাদের অপরাধ তাই সীমাহীন।

অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত এ খুনিদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানসহ বিভিন্ন সময়ে পুরস্কৃতও করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে সেই হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দেয়া হয়। সে কারণেই ঘটনার ২১ বছর পর বিচারকার্য শুরু করতে হয়। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কুখ্যাত ইনডেমনিটি বিল বাতিল করে বিচার কাজ শুরু হয়। এরপরও বিভিন্নভাবে বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করা হয়। এটা জাতির জন্য চরম দুর্ভাগ্যজনক। জনগণের রায়ে ক্ষমতায় এসে যারা দেশবিরোধী চক্রকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে তাদের জবাবদিহি করা প্রয়োজন।

ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া ছিল পুরো দেশবাসীর দাবি। কিন্তু গত ৩৪ বছর সেই দাবি পূরণে আমাদের নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে জাতির জনক হত্যার রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ দায়মুক্ত হলো এবং বিশ্বের কাছে কলঙ্কের অপবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয়ার সুযোগ পেল। এ রায় কার্যকরের ফলে আর কোনো ষড়যন্ত্রকারী চক্র এতো বড় অপরাধ করার সাহস পাবে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এ রায় একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের মাটিতে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের চূড়ান্ত রায়ের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু ভালোবাসায় ধন্য বাঙালি জাতি অকৃতজ্ঞ নয়। আমরা মনে করি বঙ্গবন্ধুর হত্যার রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকার জাতির সামনে আশার যে প্রদীপ জ্বালিয়েছে তা আরো প্রজ্বলিত হবে যদি বাকি হত্যাকাণ্ডগুলোরও বিচার করা হয়। বিশেষ করে দেশের পনের কোটি মানুষ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, বুদ্ধিজীবী হত্যার বিচার এবং চার নেতার হত্যার বিচার দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। আশা করছি সরকার জাতির সে প্রত্যাশা পূরণ করবে।

ঘাতকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া ছিল পুরো দেশবাসীর দাবি। কিন্তু গত ৩৪ বছর সেই দাবি পূরণে আমাদের নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে জাতির জনক হত্যার রায় কার্যকরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ দায়মুক্ত হলো এবং বিশ্বের কাছে কলঙ্কের অপবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেয়ার সুযোগ পেল। এ রায় কার্যকরের ফলে আর কোনো ষড়যন্ত্রকারী চক্র এতো বড় অপরাধ করার সাহস পাবে না। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এ রায় একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।